যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
25 july 2012
P 16

অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত দুই ভাই

মাধবপুর প্রতিনিধি

কংকালসার দেহ নিয়ে জীর্ণদশায় বেঁচে আছে দুই সহোদর। বাড়ির তালগাছে ভূত আছে এজন্য দিন দিন দুই সহোদরের শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে— এমনটাই ধারণা গ্রামের সাধারণ মানুষের। বাড়ির তালগাছে ভূত আছে, এ কারণে সন্ধ্যা নামলেই গ্রামবাসী অজানা আতংকে গাছের পাশ দিয়ে যেতে চায় না। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বহরা ইউনিয়নের কুলাইচর গ্রামের মৃত আবদুল হাশিমের ছেলে আনোয়ার হোসেন (২০) ও মনির হোসেন (১৮) দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে দিন দিন হাড্ডিসার হচ্ছে। কংকালসার দেহ নিয়ে বেঁচে আছে ওই দুই সহোদর। লোকজন অনেকটা এড়িয়ে চলে ওই দুই সহোদরকে। পিতৃহারা হতদরিদ্র এই দুই সহোদরকে উন্নত চিকিৎসা করাতে নেয়া হয়নি কখনও। ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে সাধ্যমতো। গ্রামের মানুষ বলাবলি করে, তাদের ভূতের আছর হয়েছে। কোন চিকিৎসায়ই ভালো হবে না— এমনটাই তাদের ধারণা। ছয় ভাইয়ের মধ্যে আনোয়ার ৪র্থ ও মনির ৫ম। সরেজমিন আনোয়ার ও মনিরের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, কোনরকমে হাড্ডিগুলো নিয়ে বেঁচে আছে দুই সহোদর। শিশুকালে ভালোই ছিল। আনোয়ারের বয়স যখন ১০ বছর, তখন থেকে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের বিভিন্ন ডাক্তারের চিকিৎসাও নিয়েছে; কিন্তু কোন সুফল হয়নি। মনিরের বয়স যখন ৮ বছর, তখন তারও একই অবস্থা হতে থাকে। সবার ছোট ভাই সুহেল মিয়াও (৮) আস্তে আস্তে বড় দুই ভাইয়ের মতোই হয়ে যাচ্ছে। আনোয়ারের সঙ্গে কথা বললে সে জানায়, ছোটবেলায় ভালোই ছিলাম। আস্তে আস্তে শরীর সরু হতে থাকে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলেছে, বেশি দিন বাঁচব না। গ্রামের

মানুষ বলে, তাল গাছে জিন আছে, এজন্য আমাদের এ অবস্থা। মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দেবাশীষ দেবনাথ জানান, জিনের আছড়ে তাদের এ রোগের সৃষ্টি হয়েছে— এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হয়তো কঠিন কোন রোগে ভুগছে, ভালোভাবে রোগ নির্ণয় করে উন্নত চিকিৎসা দিলে তারা ভালো হয়ে যেতে পারে।